দাড়ি রাখা ওয়াজিব

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ১. শুরুর কথা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

শুরুর কথা

সকল হামদ)সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা(আল্লাহর, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পেশ করছি।

দাড়ি আল্লাহর একটি মহান ও বড় নি'আমত। ইসলামের চিহ্ন বলে বিবেচিত। দাড়ি মানেই পুরুষত্ব, এটি পুরুষত্বের পরিচয়, মুসলিমের সৌন্দর্য। দাড়ি কেবল কিছুসংখ্যক চুল রাখা এমনটি নয়। এটি মহান আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন। এর দ্বারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢﴾ [الحج: ٣٢]

"আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তার হৃদয়ের তাকওয়া থেকে উদ্ভূত বা আল্লাহ সচেতনতার লক্ষণ।" [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৩২]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসায়মীন রহ. বলেন, নবী-রাসূলদের সুন্নাত ও পথ নির্দেশনাই হলো দাড়ি রাখা। সকল নবীর দাড়ি ছিল। কেউই শেভ করে নি, দাড়িতে স্টাইল করেননি। মহান আল্লাহ নবী হারূন আলাইহিস সালামের প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন হারূন আলাইহিস সালাম তার ভাই মূসা আলাইহিস সালামকে বলেন,

﴿قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَأۡخُذۡ بِلِحۡيَتِي وَلَا بِرَأۡسِيٓۖ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقۡتَ بَيۡنَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِي ٩٤﴾ [طه: ٩٤]

"হারূন বললেন: 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরবেন না। আমি আশংকা করেছিলাম যে, আপনি বলবেন: তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো ও আমার কথা শোনায় যত্নবান হও নি।" [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৯৪]

তাছাড়াও দাড়ির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীন তথা আমাদের নেককার উত্তরসূরীরাও আমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাদের কেউই দাড়ি শেভ করতেন না।

সাহাবী কাইস ইবন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাড়ি উঠে নি। তার কাওম আনসাররা বলতো: "বীরত্ব ও সাহসিকতায় কতইনা সেরা মানুষ হলেন আমাদের নেতা কাইস ইবন সা'দ; কিন্তু কষ্টের বিষয় হলো, তার কোনো দাড়ি নেই। দিরহাম দিয়ে যদি দাড়ি কেনা যেতো, তাহলে আমরা তার জন্য দাড়ি কিনতাম!!"

তদ্রূপ তাবে'ঈ আহনাফ ইবন কায়েসেরও কোনো দাড়ি ছিল না, তিনিও তার গোত্রের নেতা ছিলেন। তার গোত্রের লোকেরা বলতেন: দাড়ি কিনতে ২০ হাজার দিরহাম লাগলেও, তা দিয়ে তার জন্য দাড়ি কিনতাম।" এটা এ জন্য

যে, দাড়ি তাদের নিকট সৌন্দয্য ও পুরুষত্ব এবং পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রতীক ছিল। তাদের গর্দান চলে যাক কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু দাড়ি যেন চলে না যায়, এ ব্যাপারে তারা আপোস করতেন না। আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন যে, পুরুষের জন্য কোনটি বেশি উপযোগী? তিনি পুরুষের জন্য দাড়ি চয়েস করেছেন, তাই এর দ্বারা তাকে সজ্জিত করেছেন। আল্লাহ যা চয়েস করেছেন, কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কি সেটাকে অপছন্দ করতে পারে? কখনই না। আল্লাহ বেশি জানেন, নাকি বান্দা বেশি জানেন? কারণ, মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা তাই বলেন,

﴿ءَأَنتُم أَعلَمُ أَمِ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٤٠]

"তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ?" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৪০]

মহান আল্লাহ চাইলে পুরুষদেরকে সৃষ্টি করতে পারতেন দাড়ি ব্যতীত। কিন্তু তিনি দাড়ি দিয়ে পুরুষকে নারী থেকে স্বতন্ত্র (আলাদা) করে দিয়েছেন।

সম্মানিত ভাই, আপনি লক্ষ্য করুন, দাড়ি শেভ করে কী লাভ? এতে কি আপনার সাওয়াব হচ্ছে, না গোনাহ হচ্ছে? কেন আপনি মূল্যবান সময় ও অর্থ নষ্ট করছেন দাড়ি শেভের মত গোনাহের কাজে? দাড়ি কি আপনার নিকট একটি বোঝা? যদি বোঝা না হবে, তাহলে আপনি কেন শেভ করছেন? কেটে ছেটে খুব ছোট ছোট করে রাখছেন? দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাতকে বিক্রয় করা কি সঠিক কাজ?

চাকুরিজীবি অনেকের যুক্তি হলো: চাকুরি ঠিক রাখতে দাড়ি রাখি না। আপনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, আপনার রিয্কের মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ, অন্য কেউ নয়। আবার কেউ বলেন, স্ত্রীর অনুমতি নেই, সে অসন্তুষ্ট হবে তাই দাড়ি শেভ করি। আপনার স্ত্রী অথবা যার অধীনে চাকুরি করছেন সে কি মহান আল্লাহ ও রাসূলের চাইতে আপনার নিকট বেশি প্রিয়?? কার সন্তুষ্টি, কার আনুগত্য করা আপনার বেশি দরকার? একবার চিন্তা করুন। আর হে প্রতিষ্ঠানের মালিক! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহই আপনাকে প্রতিষ্ঠানের মালিক বানিয়েছেন। তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে মানুষকে হারাম কাজে বাধ্য করবেন না। আর হে মুসলিম বোন! আল্লাহর শক্তির কথা ভুলে যাবেন না। সর্বদা মনে রাখুন যে, মহান আল্লাহ ও প্রিয় রাসূলের আনুগত্য করার প্রতিজ্ঞা করেই আমরা ইসলামে প্রবেশ করেছি। অতএব, আপনাদের নিকট মহান আল্লাহ তা'আলা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয় হয়। এ ব্যাপারে সূরা আত-তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل إِن كَانَ ءَابَآؤُكُم وَأَبنَآؤُكُم وَإِخوَٰنُكُم وَأَزوَٰجُكُم وَعَشِيرَتُكُم وَأَموَٰلٌ ٱقتَرَفتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخشَونَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرضَونَهَآ أَحَبَّ إِلَيكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأتِيَ ٱللَّهُ بِأَمرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهدِي ٱلقَومَ ٱلفَٰسِقِينَ ٢٤﴾ [التوبة: ٢٤]

"(হে নবী, আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয় তোমাদের বাবারা, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আপনগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে মন্দা পড়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর (আযাবের) বিধান (ও করুণ পরিণতি) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দেন না।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৪]

আল্লাহকে ভয় করে ইসলামের বিধান মেনে চলুন। রূহ চলে গেলে মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউই আপনার কোনো

উপকারে আসবে না, তিনি চাইলে আপনাকে অফুরন্ত সাওয়াব দিয়ে জান্নাতের অধিবাসী করে দিতে পারেন, আর এ জন্য দরকার তাঁর আনুগত্য ও আর তিনিই নির্দেশ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করতে। মহান রব বলেছেন:

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا ٨٠﴾ [النساء: ٨٠]

“যে রাসূলের আনগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনগত্য করলো। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় আমরা আপনাকে তাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করি নি”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০]

আর যে তিনটি ‘আমলের সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পাবে, সেটাও আল্লাহর ইচ্ছামাফিক, যদি তিনি আমাদের যে কোনো নাফরমানী (অবাধ্যতা)। যেমন, দাড়ি শেভ করা অথবা নবীর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে দাড়ি না রাখার কারণে নারায বা অসন্তুষ্ট হয়ে সাওয়াব পৌছানো বন্ধ করে দেন অথবা কবরে বা হাশরে কঠিন সাওয়াল-জওয়াব এবং হিসাব নেন অথবা আমাদেরকে তাঁর রহমত বর্ষণ না করেন; যেহেতু শুধুমাত্র ‘আমল এককভাবে আমাদেরকে কখনোই জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না, তখন আমাদের অবস্থা কী হবে? সহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে রয়েছে: বিখ্যাত সাহাবী আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ» قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " لاَ، وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ: إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ»

“তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে তার নেক ‘আমাল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। লোকজন প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকেও নয়? তিনি বললেন, আমাকেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও দয়া দিয়ে আবৃত না করেন। কাজেই মধ্যমপন্থা গ্রহণ কর এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে ভালো লোক হলে বয়স দ্বারা তার নেক ‘আমাল বৃদ্ধি হতে পারে। আর খারাপ লোক হলে সে তাওবাহ করার সুযোগ পাবে”।[1]

তাঁর রহমত লাভ ব্যতীত আমরা কেউ কখনোই জান্নাতে যেতে পারবো না। যত বড় ক্ষমতাধর ব্যক্তিই হউক না কেন? মৃত্যুর পর বান্দা একমাত্র মহান রব ও একমাত্র মা‘বুদ আল্লাহকেই সাহায্যকারী পাবেন, সবাই চলে যাবে, আপনাকে কবরে আল্লাহর হিফাযতে ও রক্ষণাবেক্ষণে রেখে। আর নিয়ম মাফিক সবাই চাইবে মৃত্যুর পর দ্রুত দাফন করে রেখে যেতে। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সেদিন হতে আপনার মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র, সন্তান, ভাই-বোন কেউই আপনার কোনো উপকারে আসবে না।

তাই প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানদার হতে হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের জানের চাইতে এবং দুনিয়ার সবার চাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

“কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ধন-সম্পদ ও অন্যসকল লোকদের চাইতে প্রিয় না হব”।[2]

নবীকে ভালোবাসা মানেই তার অনুসরণ করা অর্থাৎ যে কাজগুলো তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে করেছেন এবং করতে

বলেছেন সেগুলো সবার আগে আমল করা।

এবার আমরা জানবো: পরিবারের কর্তা কে? পুরুষ নাকি নারী?

পরিবারের কর্তা কে? আপনার স্ত্রী না আপনি? মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "পুরুষরা নারীদের কর্তা" (সূরা আন-নিসা: ৩৪), নারীরা পুরুষের কর্তা নয়। ইসলাম ক্ষমতা দিয়েছে পুরুষের হাতে, পুরুষ তা ধরে রেখে প্রয়োগ না করতে পারলে সেজন্য পুরুষই দায়ী, নারী দায়ী নয়। আপনার স্ত্রীকে দীন ইসলাম সম্পর্কে জানানো, মানানো, সিরাতুল মুস্তাকিমে চলতে নসীহত করা, সহযোগিতা করা আপনারই দায়িত্ব, স্ত্রীর বাবা মা অথবা আপনার বাবা মায়ের দায়িত্ব এখন নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

"আল্লাহ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আমি সাজদাহ করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সাজদাহ করার অনুমতি দিতাম"।[3]

বয়স দাড়িতে নয়। দাড়ি রাখলেই মজাক করা বা বয়স্ক বলা অথবা দাড়ি বা দাড়িওয়ালা কাউকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য অবজ্ঞা বা হেয় করা কুফুরী। আসলে দাড়ি না রাখতে পারার সমস্যাটা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্ট। কেন আমরা বিয়ের পরবর্তী জীবনে আর দাড়ি রাখতে পারছি না?

জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি বিবাহিত, তাহলে দাড়ি রাখছেন না কেন? আরেকটা বিয়ে করবেন?

বলল: না।

তাহলে? এখনও শেভ করেন কেন? আর কী চাই?

জবাব নেই।

আমরা এর কারণ অনুসন্ধান করেছি মানুষ হতে:

প্রথমত: বিয়ের আগে দাড়ি না রাখলে পরে আর রাখা অনেকের ক্ষেত্রেই সহজে তা সম্ভব হয় না। কারণ, যে মেয়ের মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে মেয়ের পছন্দ হলো: দাড়ি শেভ করা বা দাড়ির স্টাইল করা পুরুষ। আবার অনেক ফাসেক বাবা-মায়েরাও যে ছেলে দাড়ি রাখে না তাকে পছন্দ করে তাদের মেয়ের জন্য। এখন স্ত্রীর ও তার পরিবারের পছন্দের বিরুদ্ধে গিয়ে পুরুষটি আর দাড়ি রাখতে পারছে না, কারণ সে জানে যে, তার স্ত্রী ও পরিবারটি কেমন? এভাবেই সে সর্বদা গোনাহ করছে। যদি ছেলেটি যুবক বয়স থেকেই দাড়ি রাখতো, তাহলে তার জন্য দাড়ি পছন্দ করে এমন পাত্রী ও পরিবার এগিয়ে আসতো। মনে রাখুন, আপনি যেমন দীনদার, ভালো স্ত্রী চান, আপনাকেও তারা দীনদার, আল্লাহকে ভয় করে, দাড়িওয়ালা ও ভালো দেখতে চায়।

ঠিক তেমনি ফাসেক কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান বা মালিক কোনো দাড়িওয়ালা পুরুষ বা বোরকাধারী দীনদার মেয়েকে চাকুরিতে নিয়োগ দিতে চায় না বলে অভিযোগ রয়েছে, যদি আমরা সবাই দাড়ি রাখতাম আর সব নারীরা বোরকা পরতো, তাহলে ঐ ফাসেক কোম্পানী বা নাফরমান বেটা চাকুরীর জন্য নাফরমান দাড়িহীন ব্যক্তি বা অর্ধউলঙ্গ নারী পেত কোথায়? বিয়ের বেলায় মেয়ের চয়েসও হতো দাড়িওয়ালা। চয়েস না করে যায় কই? যদি দাড়ি বিহীন পুরুষ পাওয়া না যায়। আর মানুষের শেভ করা নারীতুল্য তুলতুলে, ছাঁচা-ছোলা চেহারাটাই শুধু নয়, ভিতরটার খবর নেওয়া ও দেখা জরুরি। কয়দিন পর যৌতুক দাবী করে বসে কি না? বিড়ি, সিগারেট বা নেশা জাতীয় কিছু

গ্রহণ করে কিনা? তবে দাড়িওয়ালা সবাই ভালো একথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না, যদি আল্লাহ সঠিক পথে না রাখেন। তাই, হিদায়াতের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আল্লাহর তাওফীক সর্বদা চাইতে হবে তবে, যে মানুষ যেমন, তার চয়েসও তেমন হয়ে থাকে। সেটাও ঠিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ﴾ [النور: ٢٦]

"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্রা পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্রা পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।" [সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৬]

সমাজে ফাসেক থাকবেই। আমাদের কুরআন-সুন্নাহর দাওয়াতী কাজে গাফলতির কারণে। তার কারণ হলো: আমরা বসে থাকলেও, শয়তান তো বসে নেই। সে তার শয়তানী দাওয়াত চালাচ্ছেই, আল-কুরআনে রয়েছে:

﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ﴾ [النساء: ١١٩]

"(শয়তান বলল) আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৯]

আমরা আশা করি যে, দীনের দাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের এ সমস্যার সমাধান আসবে ইনশাআল্লাহ। সব কিছু আল্লাহই বেশি ভালো জানেন।

অনেকে মাথায় সবসময় টুপি রাখে, নফল ইবাদতও করেন; কিন্তু মুখে দাড়ি নাই। এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। দাড়ি শেভ করা কবিরা গোনাহ। যদি সাগীরা গোনাহও বলা হয়, তাহলে বারবার সাগীরা গোনাহ করলে তা কবীরা গুনাহতে রুপান্তরিত হয়ে যায়।

ইমাম বাগাবী রহ. বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, পুরুষ চেনার মাধ্যম হলো দাড়ি, আর নারী চেনার মাধ্যম হলো মাথার ঝুটি। (মাথার সামনের দিকে চুল থাকলে বুঝতে হবে সে একজন নারী)"শাইখ ইবন বায রহ. বলেন, দাড়ি আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরুষের জন্য এক সম্মানজনক বস্তু। এটা নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্যকারী। কাফের ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী, এটি চেহারার নূর। দাড়ি হলো গাল ও তার দুপাশের চুল ও নীম দাড়ি। এসবও কাটা, ছাটা বা শেভ করা কোনোক্রমেই জায়েয নেই।

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৭৩, কিতাবুল মারদা, পরিচ্ছদ: ৭৫/১৯, রোগী কর্তৃক মৃত্যু কামনা করা; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২৮১৬।

[2] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ১১৫৯। শাইখ আলবানী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12241

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন